E-CONTENT PREPARED BY

Sri Sujoy Gayen

Assistant Professor

Department of Philosophy

Durgapur Government College, Durgapur, West Bengal

(*Affiliated to Kazi Nazrul University, Asansol, West Bengal*)

NAAC Accredited "A" Grade College

(Recognized under Section 2(f) and 12(B) of UGC Act 1956)

E-Content prepared for students of

B.A. Honours/~~Programme~~ (Semester-V) in Philosophy

Name of Course: Indian Logic (BAHPHIC303)

Topic of the E-Content: Explanation of *Smṛti* (Memory)

Quadrant 1: Text

তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে স্মৃতির লক্ষণে বলা হয়েছে—"সংস্কারমাত্রজন্যং জ্ঞানং স্মৃতিঃ"। অর্থাৎ যে জ্ঞান কেবলমাত্র সংস্কার হতে উৎপন্ন হয় তা হচ্ছে স্মৃতি। *দীপিকাটীকা*-তে বলা হয়েছে 'সংস্কার' শব্দের দ্বারা ভাবনানামক সংস্কারকে বুঝতে হবে। সুতরাং, ভাবনা-নামক সংস্কারের দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে স্মৃতি বলে।অন্নংভট্ট *দীপিকা*-তে স্মৃতির লক্ষণঘটক পদগুলির প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করা করেছেন—

স্মৃতির লক্ষণে 'জ্ঞান' পদটি উল্লেখ না করে 'সংস্কারমাত্রজন্যং স্মৃতিঃ' বললে লক্ষণটির সংস্কারধ্বংসে অতিব্যাপ্তি হয়। ধ্বংসাভাবের প্রতি তার প্রতিযোগী কারণ হয়। সংস্কার পূর্বক্ষণে থাকলেই পরক্ষণে সংস্কারের ধ্বংস হতে পারে। সংস্কারধ্বংসের প্রতি সংস্কার নিয়ত পূর্ববৃত্তি

হওয়ায় ঐ ধ্বংসের প্রতি সংস্কারকে কারণ বলা হয়।[1] কিন্তু লক্ষণে 'জ্ঞান' পদটি গ্রহণ করায় উক্ত অতিব্যাপ্তি বারিত হয়। কেননা সংস্কারধ্বংস সংস্কার জন্য হলেও জ্ঞান নয়। অতএব সংস্কারমাত্রজন্য জ্ঞানকে স্মৃতি বলে।

যদি 'সংস্কারমাত্রজন্য' না বলে কেবল 'জ্ঞানং স্মৃতিঃ' অর্থাৎ জ্ঞানকে স্মৃতি বলা হয়, তবে প্রত্যক্ষ প্রভৃতি যে কোন প্রকারের জ্ঞানকে বোঝাতো এবং তার-জন্য ঘট প্রভৃতি প্রত্যক্ষজ্ঞানে লক্ষণটির অতিব্যাপ্তি হয়ে যেত। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য 'সংস্কারজন্য' পদটি গ্রহণ করা হয়েছে। ঘটকে প্রত্যক্ষ করা নিশ্চয়ই এক প্রকার জ্ঞান, তবে তা সংস্কারের দ্বারা উৎপন্ন নয়। সুতরাং সেই ঘটের প্রত্যক্ষজ্ঞানটি স্মৃতি নয়। একারণে আলোচ্য লক্ষণে 'সংস্কার' পদটি গ্রহণ করা হয়েছে।

স্মৃতির লক্ষণে 'মাত্র' পদটি গৃহীত হওয়ায় প্রত্যভিজ্ঞাতে অতিব্যাপ্তি দোষ বারিত হয়। প্রত্যক্ষ+সংস্কার (স্মৃতি)=প্রত্যভিজ্ঞা। প্রত্যভিজ্ঞা একরকমের প্রত্যক্ষজ্ঞান। প্রত্যভিজ্ঞার ইন্দ্রিয়ের কার্যকারিতা থাকে। ইন্দ্রিয়ের সাথে সন্নিকৃষ্ট হলে পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে। যেমন 'সঃ অয়ং দেবদত্তঃ' অর্থাৎ সেই এই দেবদত্ত। এইরূপ জ্ঞানই প্রত্যভিজ্ঞাপদবাচ্য। এই জ্ঞানের উৎপত্তিতে যেমন চক্ষু কারণ হয়, তেমনই সংস্কারও কারণ। প্রত্যভিজ্ঞার উৎপত্তিতে সংস্কার কারণ হলেও প্রত্যভিজ্ঞাকে স্মৃতি বলা হয় না। প্রত্যভিজ্ঞাকে প্রত্যক্ষ বলা হয়। যদি স্মৃতির লক্ষণে 'মাত্র' পদটি সন্নিবিষ্ট না হতো, তাহলে প্রত্যভিজ্ঞাতে স্মৃতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হয়ে যেতো। 'মাত্র' শব্দ সন্নিবেশে ঐ অতিব্যাপ্তি বারিত হয়। কেননা প্রত্যভিজ্ঞা সংস্কার হতে উৎপন্ন হলেও তা কেবলমাত্র সংস্কার হতে উৎপন্ন হয় না, ইন্দ্রিয়ও প্রত্যভিজ্ঞার কারণ হয়।

References:

1. Gopinath Bhattacharyya (tr. & elucidated) *Tarkasaṁgrahadīpikā on Tarkasaṁgraha,* Progressive Publishers, Calcutta, 1976, Reprint august 2009.
2. *তর্কসংগ্রহ,* নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৯০।
3. *তর্কসংগ্রহ ও দীপিকা,* বিশ্বরূপ সাহা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৪।

[1] cf *তর্কসংগ্রহ,* নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।